বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা'র দপ্তর
পানি ভবন
ব্লক-বি, লেভেল-৯(১০ম তলা)
৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ০২২২২২৩০০৬৩
ইমেইল: watermanagement.bwdb@gmail.com
ওয়েব: www.bwdb.gov.bd

Bangladesh Water Development Board
Office of the Chief Water Management
Pani Bhaban
Block-B, Level-9 (9th Floor)
72, Green Road, Dhaka-1205
Phone: 02222230063
email: watermanagement.bwdb@gmail.com
Web: www.bwdb.gov.bd

সার্কুলার

স্মারক নংঃ ৪৬৯/প্রপাব্য

তারিখ ঃ ২৯/০৭/২০২৫

বিষয়ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন কর্তৃক নির্মিত বাঁধ, খালের পাড় এবং বোর্ড এর মালিকানাধীন জমিতে সুষ্ঠুভাবে বৃক্ষরোপন/বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বন অধিদপ্তরের মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য সর্বজনীন সমঝোতা স্মারক কাঠামো প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় বৃক্ষরোপন কার্যক্রম যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বন অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের জন্য একটি সর্বজনীন সমঝোতা স্মারক তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা (কমি.ডেভ.) এর দপ্তর কর্তৃক একটি সর্বজনীন খসড়া প্রণয়ন পূর্বক তা বোর্ডে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে এ সমঝোতা স্মারক (MOU)-এর খসড়া বোর্ডের আইন বিভাগ, কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা-এর দপ্তর, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, নকশা ও গবেষণা কর্তৃক যাচাইয়ান্তে আলোচ্য খসড়া সমঝোতা স্মারক (MOU) বোর্ডের সকল দপ্তর কর্তৃক অনুসরণ করার লক্ষ্যে একটি সার্কুলার জারীর নিমিত্ত বোর্ড এর আইন বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সে অনুযায়ী উক্ত সর্বজনীন সমঝোতা স্মারকের খসড়া বোর্ডের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা কর্তৃক ভেটিং করা হয়।

উল্লেখ্য যে, সামাজিক বনায়নের আওতায় বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে ভেটিংকৃত সর্বজনীন সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলীতে উল্লিখিত ২ নং শর্তের 'অথবা' এর ১ম অংশ প্রযোজ্য হবে। অপর পক্ষে বাপাউবোর্ডের "অর্পিত ক্রয়কার্য" হিসাবে বনবিভাগ কর্তৃক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে শর্তাবলীতে উল্লিখিত ২ নং শর্তের 'অথবা' এর ২য় অংশ প্রযোজ্য হবে। "অর্পিত ক্রয়কার্য"হিসাবে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে বাপাউবোর্ডের পক্ষে পরিচালক (বোর্ড)/সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) উক্ত প্রকল্প এলাকার বন সংরক্ষক/উপ-প্রধান বন সংরক্ষক/বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বনাঞ্চল এর সাথে সর্বজনীন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিবেন।

এ আদেশ জারীতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রয়েছে।

স্বাঃ

(মোঃ মাসুদ করিম)
প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা (কমি.ডেভ.)
প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা (কমি.ডেভ.) এর দপ্তর,
বাপাউবো, ঢাকা।

স্মারক নংঃ ৪৬৯/প্রপাব্য/১(১৪)

তারিখ ঃ ২৯/০৭/২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি/ অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। প্রধান প্রকৌশলী (পুর) মনিটরিং, বাপাউবো, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী (পুর) পরিকল্পনা, বাপাউবো, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, বাপাউবো, (সকল) ....।
৪। প্রকল্প পরিচালক, সকল...বাপাউবো, ঢাকা।
৫। সিএসওটু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
৬। পরিচালক (বোর্ড), বাপাউবো, ঢাকা।
৭। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো ঢাকা (বাপাউবোর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৮। মূখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (কমি.ডেভ.) বাপাউবো, ঢাকা/রংপুর/কুমিল্লা।
৯। নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) বাপাউবো, সকল.. ....।
১০। পিএটু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।
১১। পিএটু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা।
১২। পিএটু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।
১৩। পিএটু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো, ঢাকা।
১৪। দপ্তর কপি।

২৯/৭/২০২৫

প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা (কমি.ডেভ.)
প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা(কমি.ডেভ.) এর দপ্তর,
বাপাউবো, ঢাকা।

E:\DESKTOP\forwarding Letter2.doc

সর্বজনীন সমঝোতা স্মারক

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বাঁধ, খালের পাড় এবং বোর্ডের মালিকানাধীন জমিতে সুষ্ঠুভাবে বৃক্ষরোপন/বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বন অধিদপ্তরের মধ্যে স্বাক্ষরকৃত সমঝোতা স্মারক (MOU)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থায়ী অফিস- পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা- ১২০৫ এর পক্ষে পরিচালক (বোর্ড)/প্রকল্পপরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী,................বাংলাদেশ পানি উন্নয়নবোর্ড, ... ।

-- প্রথম পক্ষ

এবং

বন অধিদপ্তর, স্থায়ী অফিস-বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এর পক্ষে বন সংরক্ষক/উপ-প্রধান বন সংরক্ষক/বিভাগীয় বন কর্মকর্তা,সামাজিক বনাঞ্চল, ... বন অধিদপ্তর,.............................।

--- দ্বিতীয় পক্ষ

যেহেতু, প্রথম পক্ষ তৎকর্তৃক নির্মিত তফসিলভুক্ত বাঁধ, খালের পাড় ও বোর্ডের মালিকানাধীন জমির বৈধ মালিক ও দখলদার হিসাবে রহিয়াছেন;

যেহেতু, উক্ত তফসিলভুক্ত স্থানে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের মালিকানাধীন বাঁধের ঢাল, খালের পাড় ও বোর্ডের মালিকানাধীন জমিতে সরকারি সিদ্ধান্ত এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধে বনায়নের নীতিমালা ১৯৯৮, বৃক্ষরোপন ম্যানুয়েল ২০০৩ ও সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১১) এর আলোকে বৃক্ষরোপনের অভিপ্রায়/আগ্রহ ব্যক্ত করিয়াছেন;

যেহেতু, দ্বিতীয় পক্ষের অভিপ্রায়/আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তফসিলভুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপনের জন্য প্রথম পক্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন;

সেহেতু, জনস্বার্থে পক্ষদ্বয় নিম্নেবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিলেন।

শর্তাবলীঃ

১। সকল সময়ে ও সর্বাবস্থায় বনায়নের জন্য তফসিলভুক্ত (তফসিল সংযুক্ত) বাঁধ, খাল ও অন্যান্য অবকাঠামো এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক হুকুম দখল/অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকানা প্রথম পক্ষের নিকট ন্যস্ত থাকিবে।

২। দ্বিতীয় পক্ষ নিজ খরচে কেবল বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ, রোপিত বৃক্ষের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবে। এ ব্যাপারে প্রথম পক্ষ কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে না। তবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক রোপিত বৃক্ষের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় প্রথম পক্ষ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান

Vetted by
Arobinda Kumar Roy
Legal Advisor

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

করিবে (বি:দ্র: বোর্ডের মালিকানাধীন কোন বাঁধ, খাল, অধিগ্রহণকৃত/হুকুম দখলকৃত ভূমিতে বন অধিদপ্তর কর্তৃক সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করা হলে অথবা এরূপ সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে বোর্ডে কোন বাজেট বরাদ্দ না থাকলে এই শর্তটি প্রযোজ্য হবে)।

অথবা,

২। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১২ অনুযায়ী 'অর্পিত ক্রয় কার্য' হিসেবে দ্বিতীয় পক্ষ বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ, রোপিত বৃক্ষের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবে। তবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক রোপিত বৃক্ষের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় প্রথম পক্ষ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করিবে (বি:দ্র: বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন কোন প্রকল্পের ডিপিপি- তে অন্তর্ভুক্ত কোন অঙ্গে সামাজিক বনায়নের কর্মসূচি বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্নের বিধান থাকিলে অথবা বোর্ড হতে বাজেট বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত বোর্ড অথবা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এ শর্তটি প্রযোজ্য হবে)।

৩। বনায়ন কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রতি বছর দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের প্রতিনিধিসহ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন পূর্বক বনায়নের বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

৪। বনায়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত তফসিলে বর্ণিত জমির কোন প্রকার কর বা খাজনা দ্বিতীয় পক্ষকে প্রদান করিতে হইবে না।

৫। বাঁধ, খাল ও বোর্ডের মালিকানাধীন এলাকায় বৃক্ষ রোপণের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ কারিগরি পরামর্শ/সহায়তা প্রদান করিবে। উক্ত স্থানসমূহে দ্বিতীয় পক্ষ ছাড়া অন্য কেহ বনায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করিলে এবং তাহাদের কারিগরি পরামর্শের প্রয়োজন হইলে, সেই ক্ষেত্রে ও দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদেরকে কারিগরি পরামর্শ/সহায়তা প্রদান করিবে।

৬। দ্বিতীয় পক্ষ স্থানীয় উপকারভোগী দল/গ্রুপ গঠন করতঃ তাহাদের মাধ্যমে বাঁধের ঢাল, বার্ম, বরোপিট, পরিত্যক্ত বাঁধ এবং নদীর দিকে সম্মুখভাগে (Foreshore) অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১১) এর ৬(২) ধারাকে অনুসরণ করে বনায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে। প্রয়োজনবোধে বাঁধের পার্শ্ববর্তী আগ্রহী জমির মালিকগণ বা বাঁধ নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকগণকেও উপকারভোগী দল বা গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৭। স্থানীয় উপকারভোগী দল/গ্রুপ গঠনের প্রাক্কালে দ্বিতীয় পক্ষ বাপাউবো কর্তৃক নির্মিত বাঁধের কাছাকাছি জায়গায়/স্থানে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যগণকে উপকারভোগী দলে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

Vetted by
Arobinda Kumar Roy
Legal Advisor

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

৮। দ্বিতীয় পক্ষ বনায়ন কাজের সময়সূচী এবং পরবর্তীতে উহার কোন পরিবর্তন হইলে অবশ্যই প্রথম পক্ষকে লিখিত ভাবে জ্ঞাত করিবে।

৯। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত বৃক্ষরোপণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী শুধুমাত্র ৮.৩ - ৮.৬ নং শর্তে উল্লেখিত বৃক্ষের প্রজাতি সমূহের মধ্য হইতে কারিগরি দিক বিবেচনা করিয়া এলাকার জন্য উপযুক্ত বৃক্ষের প্রজাতি নির্বাচন করিবে।

১০। বনায়নের স্থান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত প্রজাতি সমূহের মধ্য হইতে গাছের প্রজাতি নির্বাচন করিতে হইবে।

বাপাউবোর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উপর সবুজায়নের মডেলঃ

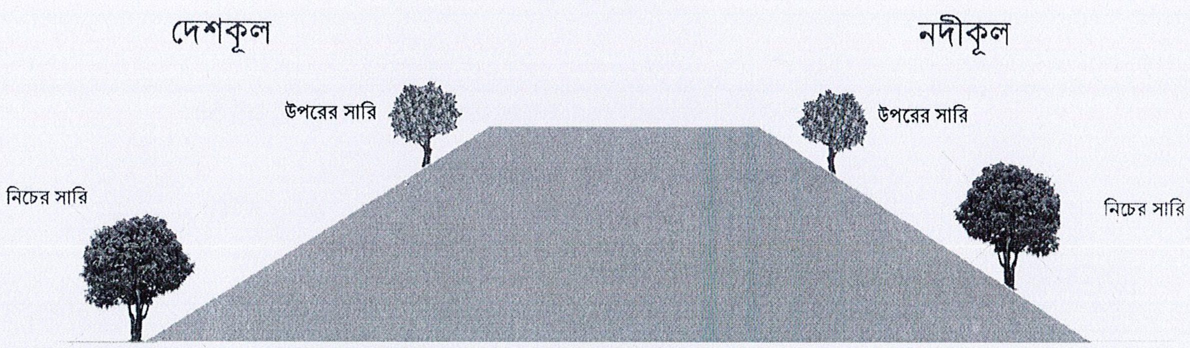

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ

বাপাউবোর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উপর সবুজায়ন যোগ্য গাছের প্রজাতিঃ

উপরের সারি (@ ৪ মিটার)

প্রজাতি	সংখ্যা
দেশি পেয়ারা	৫০
কাগজি লেবু	৪৫
হাইব্রিড লেবু	৩৫
দেশি কূল	৫০
দেশি বরই	৫০
আতা/ শরীফা	১৫
করমচা	৫

নিচের সারি (@ ৮ মিটার)

প্রজাতি	সংখ্যা
বাবলা	২
খইয়া বাবলা	২
কড়ই	২
অর্জুন	৪
শিল কড়ই	২
খয়ের	২
চম্বল	৩
জারুল	৫
শিশু	৪
মান্দার	৩
ইপিল ইপিল	৫

প্রজাতি	সংখ্যা
আম	৬
কাঁঠাল	৬
জাম	৫
তেঁতুল	৩
আমড়া	৩
বেল	৩
কদবেল	৩
বাতাবি লেবু	৩
ডুমুর	২
তাল	৮
খেজুর	৮

প্রজাতি	সংখ্যা
গাব	২
লটকন	৩
জামরুল	৩
আমলকি	৩
ডেওয়া	৩
কাঠ বাদাম	২

প্রজাতি	সংখ্যা
নিম	৪
হরিতকি	৩
বহেরা	৩

প্রজাতি	সংখ্যা
তুন	২
ছাতিয়ান	২
শিমুল	৪
বট	১

প্রজাতি	সংখ্যা
কদম	১
কৃষ্ণচুঁড়া	১
পলাশ	১
রুদ্র পলাশ	১
বকুল	১
দেবদারু	১

* প্রতি কিঃমিঃ এ চারার সংখ্যা

Vetted by
Arobinda Kumar Roy
Legal Advisor

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

বাপাউবোর উপকূলীয় বাঁধের উপর সবুজায়নের মডেলঃ

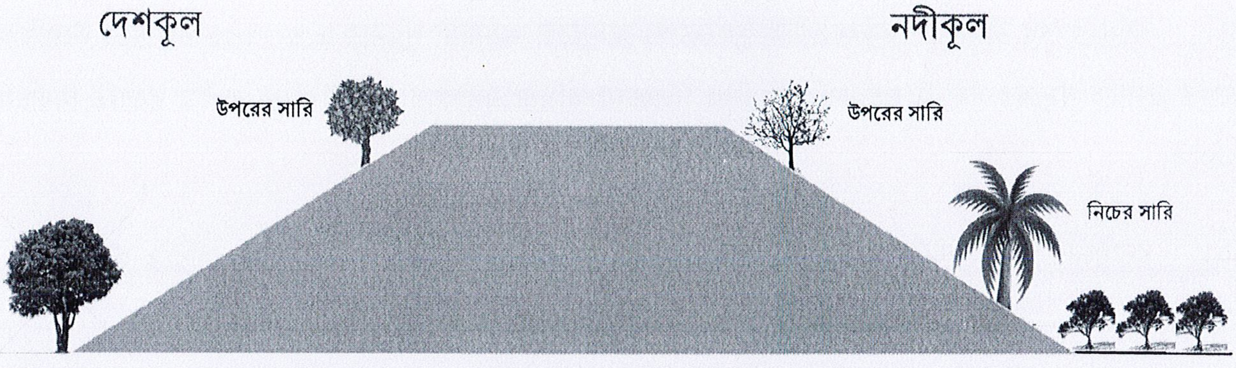

উপকূলীয় বাঁধ

বাপাউবোর উপকূলীয় বাঁধের উপর সবুজায়ন যোগ্য গাছের প্রজাতিঃ

দেশকূল

উপরের সারি (@ ৪ মিটার)

প্রজাতি	সংখ্যা
দেশি পেয়ারা	৫০
কাগজি লেবু	৪৫
হাইব্রিড লেবু	৩৫
দেশি কুল	৫০
দেশি বরই	৫০
আতা/ শরীফা	১৫
করমচা	৫

নিচের সারি (@ ৮ মিটার)

প্রজাতি	সংখ্যা
বাবলা	২
খইয়া বাবলা	২
কড়ই	২
অর্জুন	৪
শিল কড়ই	২
খয়ের	২
চম্বল	৩
জারুল	৫
শিশু	৪
মান্দার	৩
ইপিল ইপিল	৫

প্রজাতি	সংখ্যা
আম	৬
কাঁঠাল	৬
জাম	৫
তেঁতুল	৩
আমড়া	৩
বেল	৩
কদবেল	৩
বাতাবি লেবু	৩
ডুমুর	২
তাল	৮
খেজুর	৮

প্রজাতি	সংখ্যা
গাব	২
লটকন	৩
জামরুল	৩
আমলকি	৩
ডেওয়া	৩
কাঠ বাদাম	২

প্রজাতি	সংখ্যা
নিম	৪
হরিতকি	৩
বহেরা	৩

প্রজাতি	সংখ্যা
তুন	২
ছাতিয়ান	২
শিমুল	৪
বট	১

প্রজাতি	সংখ্যা
কদম	১
কৃষ্ণচূড়া	১
পলাশ	১
বুদ্ধ পলাশ	১
বকুল	১
দেবদারু	১

* প্রতি কিঃমিঃ এ চারার সংখ্যা

নদীকূল

উপরের সারি (@ ৪ মিটার)

প্রজাতি	সংখ্যা
পুনিয়াল	৫০
বাবলা	১০০
খইয়া বাবলা	১০০

নিচের সারি (@ ৮ মিটার)

প্রজাতি	সংখ্যা
নারিকেল	১২৫

বার্ম (@ ২ মিটার)

প্রজাতি	সংখ্যা
কেওড়া	১২৫
কাকড়া	১২৫
বাইন	১২৫
গেওয়া	১২৫

অথবা

প্রজাতি	সংখ্যা
ঝাউ (ছোট)	৫০০

উপকূলীয় বাঁধের দেশকূলের প্রজাতিসমূহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মতো

* প্রতি কিঃমিঃ এ চারার সংখ্যা

Vetted by
Arobinda Kumar Roy
Legal Advisor

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

বাপাউবোর সী-ডাইকের উভয় ঢাল ও অফশোরে সবুজায়নের মডেলঃ

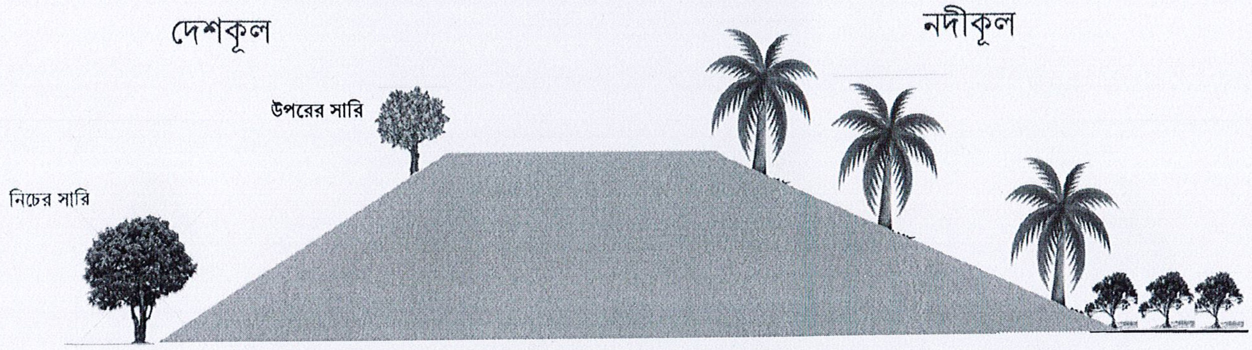

সী-ডাইক

বাপাউবোর সী-ডাইকের উভয় ঢাল ও অফশোরে সবুজায়ন যোগ্য গাছের প্রজাতিঃ

দেশকূল

উপরের সারি (@ ৪ মিটার)

প্রজাতি	সংখ্যা
দেশি পেয়ারা	৫০
কাগজি লেবু	৪৫
হাইব্রিড লেবু	৩৫
দেশি কুল	৫০
দেশি বরই	৫০
আতা/ শরীফা	১৫
করমচা	৫

নিচের সারি (@ ৭ মিটার)

প্রজাতি	সংখ্যা
বাবলা	২
খইয়া বাবলা	২
কড়ই	২
অর্জুন	৪
শিল কড়ই	২
খয়ের	২
চম্বল	৩
জারুল	৫
শিশু	৪
মান্দার	৩
ইপিল ইপিল	৫

প্রজাতি	সংখ্যা
আম	৬
কাঁঠাল	৬
জাম	৫
তেঁতুল	৩
আমড়া	৩
বেল	৩
কদবেল	৩
বাতাবি লেবু	৩
ডুমুর	২
তাল	৮
খেজুর	৮

প্রজাতি	সংখ্যা
গাব	২
পটকল	৩
জামরুল	৩
আমলকি	৩
ডেওয়া	৩
কাঠ বাদাম	২

প্রজাতি	সংখ্যা
নিম	৪
হরিতকি	৩
বহেরা	৩

প্রজাতি	সংখ্যা
তুন	২
ছাতিয়ান	২
শিমুল	৪
বট	১

প্রজাতি	সংখ্যা
কদম	১
কৃষ্ণচূড়া	১
পলাশ	১
রুদ্র পলাশ	১
বকুল	১
দেবদারু	১

* প্রতি কিঃমিঃ এ চারার সংখ্যা

সমুদ্রের দিকে

ঢালের উপর (@ ৮ মিটার)

প্রজাতি	সংখ্যা
নারিকেল	১২৫

অফশোর (@ ২ মিটার)

প্রজাতি	সংখ্যা
নারিকেল	১২৫

প্রজাতি	সংখ্যা
কেওড়া	১২৫
কাকড়া	১২৫
বাইন	১২৫
গেওয়া	১২৫

অথবা

প্রজাতি	সংখ্যা
ঝাউ (ছোট)	৫০০

সী-ডাইকের দেশকূলের প্রজাতিসমূহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মতো

* প্রতি কিঃমিঃ এ চারার সংখ্যা

Vetted by
Arobinda Kumar Roy
Legal Advisor

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

বাপাউবোর ডুবন্ত বাঁধের উভয়দিকে টো লাইনে সবুজায়নের মডেলঃ

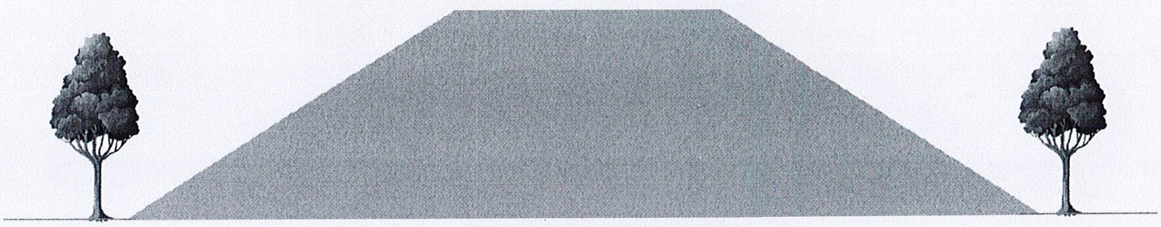

ডুবন্ত বাঁধ

বাপাউবোর ডুবন্ত বাঁধের উভয়দিকে টো লাইনে সবুজায়ন যোগ্য গাছের প্রজাতিঃ

@ ৬ মিটার

প্রজাতি	সংখ্যা
হিজল	৭৮
করচ	৭৮
জারুল	৪
পিটালি	৪
তমাল	২
বরুন	২

* প্রতি কিঃমিঃ এ চারার সংখ্যা

Vetted by
Arobinda Kumar Roy
Legal Adviser

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

বাপাউবোর সেচ ও নিষ্কাশন খালের উভয় পাড়ে সবুজায়নের মডেলঃ

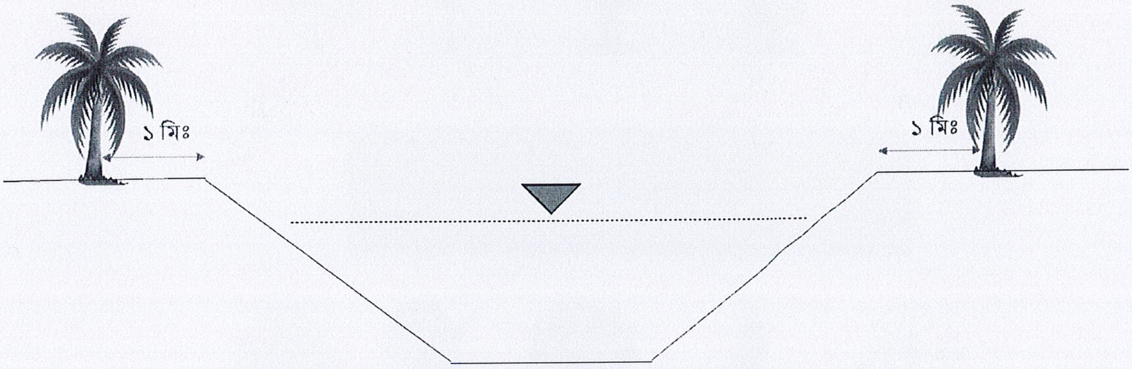

সেচ ও নিষ্কাশন খাল

বাপাউবোর সেঁচ ও নিষ্কাশন খালের উভয় পাড়ে সবুজায়ন যোগ্য গাছের প্রজাতিঃ

সুপারি @ ৩ মিঃ
ও অন্যান্য প্রজাতি
@ ৮ মিঃ

প্রজাতি	সংখ্যা
তাল	৩০
নারিকেল	৩০
সুপারি	৮০
খেজুর	৩৫

* প্রতি কিঃমিঃ এ
চারার সংখ্যা

Vetted by
Arobinda Kumar Roy
Legal Adviser

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

বাপাউবোর বিভিন্ন রেগুলেটর সাইটে (এখনো ব্যবহার হয়নি এমন স্থান) সবুজায়নের মডেলঃ

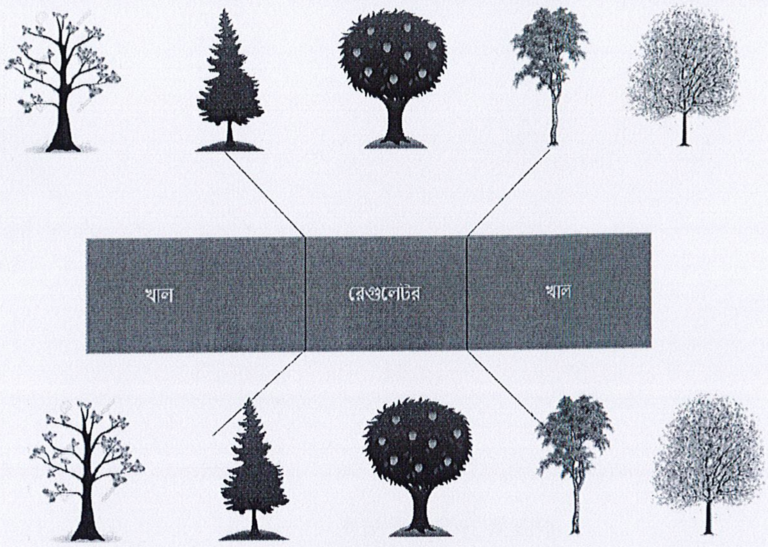

রেগুলেটর সাইট

বাপাউবোর বিভিন্ন রেগুলেটর সাইটে (এখনো ব্যবহার হয়নি এমন স্থান) সবুজায়ন যোগ্য গাছের প্রজাতিঃ

প্রজাতি	সংখ্যা
আম	২৫
কাঁঠাল	২৫
জাম	২৫
কদম	২০
বকুল	২০
পলাশ	২০
হাসনাহেনা	২০
গন্ধরাজ	২০
দেবদারু	২০
সোনালু	২০
কৃষ্ণচূড়া	২০
মান্দার	১৫

@ ৬ মিটার

* প্রতি হেক্টর এ
চারার সংখ্যা

Vetted by
Arobinda Kumar Roy
Legal Adviser

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

বাপাউবোর কলোনীতে (এখনো ব্যবহার হয়নি এমন স্থান) সবুজায়নের মডেলঃ

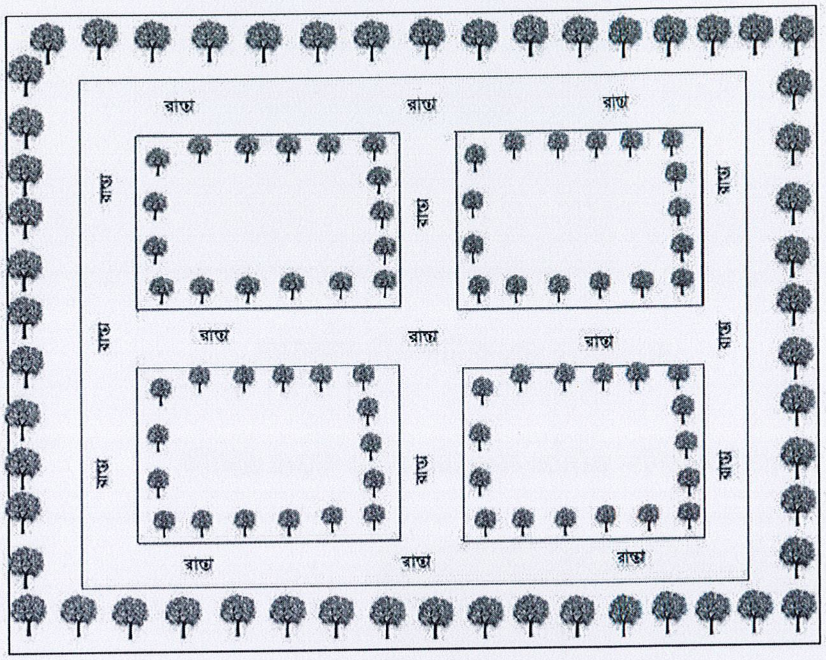

কলোনী সবুজায়ন

বাপাউবোর কলোনীতে (এখনো ব্যবহার হয়নি এমন স্থান) সবুজায়ন যোগ্য গাছের প্রজাতিঃ

@ ৬ মিটার

প্রজাতি	সংখ্যা
আম	২০
কাঁঠাল	২০
দেশি পেয়ারা	২০
দেশি বড়ই	২০
আমড়া	২০
আমলকি	২০
নারিকেল	২০
কদম	১৭
বকুল	১৭
পলাশ	১৭
হাসনাহেনা	১৭
গন্ধরাজ	১৭
দেবদারু	১৭
সোনালু	১৭

* প্রতি হেক্টর এ চারার সংখ্যা

Vetted by
Arobinda Kumar Roy
Legal Advisor

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

বাপাউবোর আওতাধীন জমিতে সবুজায়নের মডেল

বাপাউবোর আওতাধীন জমি সবুজায়ন

বাপাউবোর আওতাধীন জমিতে সবুজায়ন যোগ্য গাছের প্রজাতি

@ ৮ মিটার

প্রজাতি	সংখ্যা
জারুল	৩০
বাবলা	৩০
হিজল	৩০
শিশু	৩০
জাম	৩০

* প্রতি হেক্টর এ
চারার সংখ্যা

১১। গাছ লাগানো এবং পরিচর্যার বিষয়ে নিম্নবর্ণিত বিধিনিষেধ ও পরিচর্যার বিষয়গুলি অবশ্যই দ্বিতীয় পক্ষ কার্যকরী করিবে।

(ক) বাঁধের চূড়া বা ক্রেস্টে এবং সেচ খালের চূড়ায় কোন গাছ লাগানো যাইবে না।

(খ) সহজে উপড়াইয়া পড়ে এমন গাছ (যেমন রেইনট্রি) কিংবা ঘাস জন্মানোর ক্ষেত্রে বিরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করে (যেমন কৃষ্ণচূড়া) এমন প্রজাতির গাছ লাগানো যাইবে না।

(গ) বাঁধ ও সেচ খালের ঢালে কলাগাছ লাগানো যাইবে না।

(ঘ) সাধারণভাবে ফলের গাছ লাগানো পরিহার করিতে হইবে। তবে ফলের গাছ লাগানো হইলে ঐ গাছের ফল ঠিকমত আহরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে বাঁধের ক্ষতি এবং ইঁদুরের উপদ্রব না হয়।

(ঙ) গাছের গোড়ায় মাটি একটু উঁচু করিয়া দিতে হইবে যাহাতে সেখানে গর্ত সৃষ্টি না হয়।

(চ) গাছের ডাল পালা নিয়মিতভাবে কাটিতে হইবে, যাহাতে ভারী ক্যানোপী সৃষ্টি না হয় এবং গাছ সুদৃঢ় থাকে।

Vetted 67
Arobinda Kumar Roy
Legal Adviser

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

(ছ) মান সম্মত চারা রোপন করতে হবে এবং চারার মান বাপাউবো কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

(জ) প্রতি কি.মি. এ বর্ণিত একই প্রজাতির গাছের চারা পাশাপাশি রোপন করতে হবে যাতে গাছগুলো বাগানের মতো গুচ্ছ আকারে থাকে।

(ঝ) বট ও কাঠ বাদাম গাছের চারা বাঁধে বে (Bay) তৈরী করে রোপন করতে হবে।

(ঞ) কাঁঠাল গাছ পানি সহনীয় নয় বলে উক্ত গাছের চারা পানিতে ডুবে যাওয়ার আশংকা থাকলে তা অন্য প্রজাতির ফলজ বৃক্ষ চারার সাথে আন্ত:পারস্পরিকভাবে পরিবর্তন করতে হবে।

(ট) উপকূলীয় এলাকায় মৃত্তিকা ও লবনাক্ততার উপর ভিত্তি করে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছ যেমন- কেওড়া, গেওয়া, কাঁকড়া, বাইন প্রভৃতি জন্মানো সম্ভব না হলে উক্ত প্রজাতিগুলো ঝাউ গাছের চারার সাথে আন্ত:পারস্পরিকভাবে পরিবর্তন করতে হবে।

১২। প্রাথমিকভাবে অনুর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসরের জন্য (সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ ও সংশোধিত ২০১১ এবং পুন সংশোধিত নীতিমালা অনুয়ায়ী) চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষ বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে আলোচনা করিয়া চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। তবে বৃহৎ পূনর্বাসন কাজের জন্য প্রথম পক্ষ গাছ অপসারণের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

১৩। বাঁধ ও সেচ খালের সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে রোপিত এক বা একাধিক বৃক্ষ অপসারণের প্রয়োজন হইলে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে ১৫ (পনের)দিন সময় প্রদান পূর্বক লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, তবে জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হইলে প্রথম পক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (বনজ দ্রব্য পরিবহণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ এর আলোকে)করিতে পারিবে। এই ব্যাপারে দ্বিতীয় পক্ষ কোন রকম আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে না।

১৪। ঘন ক্যানপি সৃষ্টি হইয়া যাহাতে ঝড়ে পড়িয়া না যায় তাহার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ মাঝে মাঝে ক্যানপি ছাটিয়া দেয়ার ব্যবস্থা করিবে। ঝড়ে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া বা উপড়াইয়া পড়িলে দ্বিতীয় পক্ষ নিজ খরচে তাৎক্ষণিকভাবে বাঁধ ও সেচ খালের উপর হইতে উহা সরাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৫। দ্বিতীয় পক্ষ বা তাহার দ্বারা নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা দল বা সংগঠন চুক্তিকৃত বাঁধের ভূমিতে কোন প্রকার ঘরবাড়ী, ছাউনী বা অন্য কোন অবকাঠামো তৈরী করিতে পারিবে না বা বৃক্ষরোপণ কাজে কিংবা অন্য কোন কারণে লাঙ্গল বা ঐ ধরনের কোন যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১৬। দ্বিতীয় পক্ষ অথবা তাহার দ্বারা আইনানুগভাবে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বাঁধের ঢালুতে কোন আবর্জনা বা বর্জ্য দ্রব্যাদি রাখিতে পারিবে না এবং বাঁধ বা অন্যান্য অবকাঠামোর ক্ষতি সাধিত হইতে পারে এমন কোন কাজ করিতে পারিবে না।

১৭। বাঁধ/সেচ খালের স্থায়ীত্বের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দ্বিতীয় পক্ষ উহার স্থায়ীত্ব বিনাশী কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে না।

Vetted
Arobinda Kumar Roy
Legal Adviser

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

১৮। চুক্তিকৃত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ কালে বাঁধ ও সেচ খালের কোন ক্ষতি হইলে, দ্বিতীয় পক্ষ উপকারভোগীদের মাধ্যমে উহা মেরামত করিয়া দিবে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাঁধের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হইলে দ্বিতীয় পক্ষ দায়ী থাকিবে না।

১৯। উৎপাদিত বৃক্ষ/ফসলের বিক্রয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে। উৎপাদিত বৃক্ষ/ফসলের বিক্রয় লব্ধ অর্থের শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ ভূমির মালিক হিসাবে প্রথম পক্ষ তথা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রাপ্য হইবে। বৃক্ষ রোপণকারী সংস্থা ও সহযোগীগণ নিম্নবর্ণিতভাবে শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ প্রাপ্য হইবে:- (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধে বনায়নের নীতিমালা ১৯৯৮, ও সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১১)

বনঅধিদপ্তর	১০%
ট্রিফার্মিংফান্ড (বৃক্ষরোপণতহবিল)	১০%
ইউনিয়নপরিষদ	৫%
উপকারভোগীগ্রুপ	৫৫%
মোট=	৮০%

এই হার সরকারি সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে পরিবর্তন যোগ্য।

২০। ইতোমধ্যে রোপিত গাছ কাটা হইলে বা মরিয়া গেলে দ্বিতীয় পক্ষ উপকারভোগীদের দ্বারা মাটি বরাবর কান্ড কর্তন করাইবে এবং উক্ত স্থান মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। এই ব্যাপারে বাঁধের বরোপিট থেকে মাটি সংগ্রহ করিতে পারিবে।

২১। দ্বিতীয় পক্ষ উপকারভোগী ও ভূমি মালিক সংস্থার সহিত আলাদাভাবে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবে।

২২। উভয় পক্ষের সম্মতিতে প্রয়োজনবোধে সমঝোতা স্মারকে উল্লিখিত যে কোন শর্তের আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পরিমার্জন এবং নতুন শর্ত সংযোজন করা যাইবে।

২৩। প্রতি ৩ (তিন) বৎসর পরপর সমঝোতা স্মারক পর্যালোচনার জন্য উভয় পক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে আলোচনায় মিলিত হইবে। তবে প্রয়োজনবোধে বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে যে কোন সময়ে এক পক্ষের আহবানে অপর পক্ষ আলোচনায় মিলিত হইয়া উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

২৪। সমঝোতা স্মারকের কোন শর্ত ভংগ করা যাইবে না। তবে কোন জটিলতার উদ্ভব হইলে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে। স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে স্ব-স্ব সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উহা সমধান করিবেন। এই পর্যায়ে বিরোধ নিস্পত্তি করা সম্ভব না হইলে বিরোধ পূর্ণ বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে উত্থাপন করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিবগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

Vetted 67
Arobinda Kumar Roy
Legal Advisor

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board

উপরিউক্ত শর্তে কাহারো দ্বারা প্ররোচিত না হইয়া স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অদ্য............খ্রিস্টাব্দ..........বঙ্গাব্দ তারিখে বেলা------------ ঘটিকায় স্থান...................................... দপ্তরে উভয় পক্ষের আইনগত প্রতিনিধি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে এই সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করিলেন।

------------------------ ------------------------------

প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষ

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষরঃ

ক্রঃনং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
(১)			
(২)			
(৩)			
(৪)			

Vetted by
Arobinda Kumar Roy
Legal Advisor

Arobinda Kumar Roy
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Legal Advisor,
Bangladesh Water Development Board